দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 FEB 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষার মান

গত বৃহস্পতিবার দেশের প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দশক পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'উচ্চ শিক্ষা প্রসারে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত উদার। আমরা সকলের জন্য উচ্চশিক্ষার দুয়ার খুলে দিতে চাই । প্রস্তুত হতে চাই বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির মোকাবিলায়। সে কারণেই প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দুয়ার উন্মুক্ত রাখতে হবে। জ্ঞান ও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ কখনোই সঙ্গত নয়।

সত্য বটে, উচ্চ শিক্ষার প্রসারে প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহের সহিত বাস্তব অবস্থার কতখানি মিল রহিয়াছে তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বর্তমান অবস্থার কথা পর্যালোচনা করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী বেশ কয়েকটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। এই সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো একটি বিশ্ববিদ্যায়ের মৌল চাহিদা পূরণ করে না। অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ভাড়া করা বাড়িতে এবং তাহাদের নিজস্ব কোন ভবন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অপরিহার্য খেলার মাঠ, লাইব্রেরীসহ ক্যাম্পাসের জন্য উন্মুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে বলিয়া মনে হয় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ভর্তি করিতে অর্ধলক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হয়। ছাত্র বেতন মাসে ১০/১২ হাজার টাকার উর্ধ্বে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই বহিরাগত শিক্ষক দিয়া কাজ চালানো হয়। সূত্রমতে, দেশে বর্তমানে ৩৭টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। উহার মধ্যে ২৮টির অবস্থান রাজধানীতে। এতদসত্ত্বেও এই সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারের তেমন কোন নজরদারী লক্ষ্য করা যায় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অভিন্ন মান সম্পর্কে আজও কোন নীতি আরোপ করিতে পারে নাই। সাধারণত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবল প্রতিযোগিতায় ধনী সন্তানগণ উহাতে ভর্তি হইতে না-পারিয়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং একটি ডিগ্রীপ্রাপ্ত হয়।

প্রধানমন্ত্রী যথাযথই বলিয়াছেন, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ ক্রমশঃই সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। দেশে আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রধানমন্ত্রী দেশে অন্তত একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাইয়াছেন যাহাতে এতদাঞ্চলের দেশগুলি হইতে ছাত্রছাত্রিগণ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আসিতে আগ্রহী হয় এবং অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিতে পারে। এইরূপ বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে সরকারীভাবেও উহা করা সম্ভব কিনা ভাবিয়া দেখা দরকার।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কিছু কিছু ইতিবাচক দিকের মধ্যে একটি হইল ইহাদের প্রায় সকলগুলিতে মোটামুটি সুস্থ ও স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ বিদ্যমান। ফলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেশনজট হয় না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান অবশ্যই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির স্তরে উন্নীত হইতে হইবে। অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিদেশী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্তি থাকে। কিন্তু উহাতে উভয় শিক্ষায়তনের ডিগ্রী বা সার্টিফিকেটের সমতা বোঝায় না। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকিতে হইলে দেশের সরকারী বা বেসরকারী যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সম্পর্কে কম্প্রোমাইজ করার অবকাশ নাই। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সহিত আন্তর্জাতিকমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ডিগ্রীর সমতাবিধান আবশ্যক। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ছাত্র বিদেশে গিয়া নিম্নতর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার বিব্রতকর 'ঐতিহ্যে'র অবসান হওয়া প্রয়োজন।

২০০৩ সালকে 'সুশিক্ষা বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল এই বৎসর হইবে সুশিক্ষা ও সুস্থ জ্ঞানচর্চার বৎসর। সুস্থ ও স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশে দেশের শিক্ষার্থীবৃন্দ জ্ঞান চর্চায় ব্রতী হইলে এইরূপ 'সুশিক্ষা বর্ষ' পালনে ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব। এই ক্ষেত্রে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আমাদের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় উহার যথার্থ বিনিয়োগই কাম্য। কোন প্রকার অপচয়ই কাহারও কাম্য হইতে পারে না। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও মেধার যথার্থ বিকাশ না ঘটিলে, তাহাদের ডিগ্রীনামক সার্টিফিকেট সর্বস্ব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারে উহার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।